



317771 - স্থান শুকিয়ে যাওয়া কিস্তিস্রাব থেকে পবিত্রতার মতকৈয়পূর্ণ আলামত?

প্রশ্ন

আমি ‘সুফরা’ (হলুদাভ স্রাব) ও ‘কুদরা’ (বাদামী স্রাব) সম্পর্কে শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুর সর্বশেষে অভিমতেরে ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাই; যখনে তিনি বলছিলেন যে, এগুলো কোনোভাবেই ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য হবে না।

আমার প্রশ্ন হলো: আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছের মহলিদের সাথে তুলার পোটলা পাঠানো সংক্রান্ত হাদীসটির ব্যাপারে শায্বেরে বক্তব্য কী? যখনে সুফরা বা হলুদাভ দাগ দেখে তিনি তাদের বলতেন যেন তারা তাড়াহুড়ো না করে যতক্ষণ না ‘কাসসাতুল বায়দা’ (সাদা স্রাব) দেখতে পায়। এর অর্থ হলো, তিনি হলুদাভ স্রাবকে ঋতুস্রাব হিসেবেই গণ্য করতেন।

তবে কিস্তি শাইখ রাহিমাহুল্লাহ এই হাদীসটিকে দুর্বল মনে করতেন যহেতে তিনি হলুদাভ ও বাদামী স্রাবকে হায্যে মনে করেন না; নাকি এর পছন্দে অন্য কোনো কারণ ছিল?

এছাড়া, ‘আমরা (রাসুলের যুগে) হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাবকে কিছুই মনে করতাম না’ এই হাদীসে ‘পবিত্র হওয়ার পর’ (بعد الطهر) অংশটুকু কি দুর্বল বৃদ্ধি? যদি এটি দুর্বল হয়, তবে হাদীসটি কি সাধারণ বা ব্যাপক হিসেবে গণ্য হবে? আর সেক্ষেত্রে কি হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাবকে ঋতুস্রাব না মানাই আবশ্যিক?

উল্লেখ্য যে, আমি বর্তমানে সেই মতটাই অনুসরণ করি যা হলুদাভ ও বাদামী স্রাবকে ঋতুস্রাব হিসেবে গণ্য করে। তবে আমি বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিতি হতে চাই।

আর আলমেরা কিস্তি শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জিত হওয়ার বিষয়ে একমত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

উক্ত মাসআলায় শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ সর্বশেষে যে মতে স্থিতি হয়েছেন তা হলো হলুদাভ ও বাদামী স্রাব রক্তের সাথে সংযুক্ত হলেও ঋতুস্রাবের অন্তর্ভুক্ত না, চাই তা আগের হোক কিংবা পরের হোক। যমেনটি (37840) নং প্রশ্নের উত্তরে ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

তবে ঋতুস্রাব চলাকালে কথিবা রক্ত বন্ধ হওয়ার আগে যা নরিগত হয়, তা ঋতুস্রাবেরে অনুগামী হিসেবে গণ্য হবে।

তাকৈ ‘আল-লকিউশ শাহরী’ (৭৩/৩৭)-তে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিলি: ‘ফাযলিতুশ শাইখ! অনুগ্রহ করে এই বিষয়টি স্পষ্ট করুন, কারণ এ নযি়ে অনকে কথাবার্তা হচ্ছৈ। তা হলো: রক্ত বন্ধ হওয়ার পরে মহলিার শরীর থেকে যৈ বাদামী বরণেরে ও হলুদ বরণেরে স্রাব নরিগত হয় এর বধিান কী এবং মহলিার পবতিরতা কখন সাব্যস্ত হবে? আর ‘কাস্সাতুল বায়দা’ (সাদা স্রাব) আসা কী আবশ্যক?’

তনি উত্তরে বলছেন: এটি এমন একটি মাসআলা যাতৈ আলমিরা মতভদে করছেন। আমার কাছৈ সর্বশযৈ যা প্রাধান্য পয়েছে তা হলো: বাদামী স্রাব ও হলুদাভ স্রাব ধর্তব্য নয়, তবে যা ঋতুস্রাবেরে সময়কালে নরিগত হয় সটো ছাড়া। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ: কোনো মহলিার স্বাভাবকি ঋতুস্রাব পাঁচ দনি। সৈ তৃতীয় দনিৈ বাদামী বা হলুদাভ স্রাব দখেল, আমরা বলব: এটি ঋতুস্রাবেরে অনুগামী।

আর যৈ মহলিার রক্ত আসার আগৈই বাদামী ও হলুদাভ স্রাব আসৈ, সই বাদামী ও হলুদাভ স্রাব ধর্তব্য নয়।

আর অপর যৈ মহলিা ঋতুস্রাব থেকে পবতির হয়েছৈ, রক্ত বন্ধ হয়ে গেছৈ এবং হলুদাভ ও বাদামী স্রাব অবশিষ্ট রয়েছে, সটেরিও কোনো হুকুম নই।”[সমাপ্ত]

হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাব ঋতুস্রাবেরে অন্তর্ভুক্ত নয়, এই মতটি ইবনে হাযম রহমিহুল্লাহুর মত এবং এটি চার মাযহাবসত অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলমিগণেরে মতরে বপিরীত।

দখুন: ‘আল-মুহাল্লা’ (মাসআলা ২৬৬, ২৬৯) ও দুবাইয়ানরে ‘মাওসুআতুত তাহারা’ (৬/২৮৬)।

দুই:

আমরা শাইখ রহমিহুল্লাহ কর্তৃক بعد الطهر (পবতিরতার পরে) এই অতিরিক্ত অংশটকিৈ ‘যয়ীফ’ (দুর্বল) বলার কোনো উদ্ধৃতি পাইনি। বরং তনি বিভিন্ন স্থানে এ অংশটি দিয়ৈ দলিল পশৈ করছেন এবং এটি সহি হওয়া সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন। এটি আসলে সহি।

তনি বলছেন: ‘পবতিরতার পরে যৈ বাদামী স্রাব, হলুদাভ স্রাব, ফটো বা আর্দ্রতা থাকৈ□ এসব কিছুই ঋতুস্রাব নয়। সুতরাং এগুলো নামায থেকে বরিত রাখবৈ না, রোযা থেকে বরিত রাখবৈ না এবং স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে বাধা দবৈ না। কারণ এগুলো ঋতুস্রাব নয়। উম্মৈ আতিযিয়াহ বলছেন: ‘আমরা হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাবকৈ কিছুই গণ্য করতাম না।’ বুখারী এটি বরণনা করছেন এবং আবু দাউদ ‘বান্দাত তুহর’ (পবতিরতার পরে) অতিরিক্ত যোগ করছেন। এর সনদ সহি।”[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১১/২৮১)]

তিনি রহমিহুল্লাহ আরও বলছেন: ‘উম্মে আতযিয়াহ রায়যিহুল্লাহু আনহার বক্তব্য: ‘আমরা পবিত্রতার পরে হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাবকে কিছুই গণ্য করতাম না।’ এটি আবু দাউদ সহিহ সনদে বর্ণনা করছেন এবং বুখারীও এটি বর্ণনা করছেন তবে ‘বাআদাত তুহর’ অংশটি ছাড়া। কনিতু তিনি এ কথাটি দিয়ে পরচ্ছদে শরিনোম দিচ্ছেন এভাবে: ‘ঋতুস্রাবের দনিগুলো ছাড়া অন্য সময়ে হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাব’ শীর্ষক পরচ্ছদে।

‘ফাতহুল বারী’-তে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: ‘তিনি এর দ্বারা আযশোর পূর্ববর্তী হাদিস (যেখানে তিনি বলছেন: "যতক্ষণ না তুমি সাদা স্রাব দেখতে পাও") এবং এই অধ্যায়ে উম্মু আতযিয়ার হাদীসের মধ্য সমন্বয় করার ইশারা করছেন। এই সমন্বয় হলো: আযশির হাদিসটি সেই অবস্থার উপর প্রযোজ্য যখন ঋতুস্রাবের দনিগুলোতে হলুদ বা বাদামী স্রাব দেখা যায়, আর অন্য সময়ে উম্মু আতযিয়ার কথা অনুযায়ী আমল হবে।’ আযশোর যে হাদীসের উল্লেখে তিনি করছেন তা হলো বুখারী এই অধ্যায়ে আগে নশ্চিতিভাবে উল্লেখ করছেন যে, মহিলারা তাঁর কাছে কাপড়ের টুকরো পাঠাতেন।”[(১১/৩০৬)]

শাইখ রহমিহুল্লাহ তাঁর সর্বশেষ মতের পরে উম্মু আতযিয়ার ‘বাদাত তুহর’ বক্তব্যকে এভাবে ব্যাখ্যা করতেন যে, এখানে ‘তুহর’ (পবিত্রতা) বলতে উদ্দেশ্য হলো: রক্তপাত বন্ধ হওয়া। আর এর আগে তিনি মনে করতেন এখানে ‘তুহর’ মানতে কাস্সাহ বায়দা (সাদা স্রাব) বের হওয়া অথবা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া অরজতি হওয়া।

তিনি রহমিহুল্লাহ বলছেন: ‘যদি ঋতুস্রাবের রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায় এবং হলুদাভ স্রাব বা বাদামী স্রাব এর স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহলে এটি ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ রক্ত বন্ধ হওয়ার পরে বাদামী ও হলুদাভ স্রাব ধর্তব্য নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى

“তারা আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন: এটি কষ্টদায়ক (বা নাপাক)।”[আল-বাকারাহ: ২২২]। আর কষ্টদায়ক বস্তু হলো: রক্ত।

উম্মু আতযিয়াহ বলছেন: ‘আমরা হলুদাভ স্রাব ও বাদামী স্রাবকে কিছুই গণ্য করতাম না’ এমনটাই বুখারীর বর্ণনা।

আবু দাউদে রয়েছে: ‘পবিত্রতার পরে কিছুই গণ্য করতাম না।’ তবে রক্তপাত বন্ধ হলেই পবিত্রতা অরজতি হয়।

সুতরাং আমরা এই মহলিককে বলব: যহেতে সাত দিন ঋতুস্রাব (অর্থাৎ রক্ত) দেখে, তারপর বাদামী বা হলুদাভ স্রাব আসে, তাহলে সাত ঋতুস্রাবের রক্ত বন্ধ হওয়ার সময় গোসল করবে (অর্থাৎ সাত দিন পূর্ণ হলো)। তারপর নামায পড়বে, রোযা রাখবে এবং তার স্বামী যদি থাকে তবে তার সাথে সহবাস করবে, যদিও তার থেকে হলুদাভ স্রাব বা বাদামী স্রাব নরিগত হতে থাকে।’[সমাপ্ত][আল-লকিউশ শাহরী (৩৬/২২)]

শাইখের আরকেটি দলিল হলো: ঋতুস্রাব হলো: রক্তস্রাব; হলুদাভ বা বাদামী স্রাব নয়।[আল-লকিউশ শাহরী (৫১/৮)]

আর আযশি রাযযিল্লাহু আনহার বর্ণনাকে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করতেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার আগে হলুদাভ স্রাব আসা, যমেনটি পূর্ববে উম্মু আতযিয়ার হাদীসে বুখারীর শরিনোমরে ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

যাইহোক; এই মাসআলায় প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো: ঋতুস্রাবের দলিলগুলোতে বাদামী স্রাব ও হলুদাভ স্রাব ‘ঋতুস্রাব’। ফকীহরা এটিকে ‘যামানুল ইমকান’ (সম্ভাব্য সময়কাল) বলে প্রকাশ করেন। আর তা ঋতুস্রাবের শুরুতে রক্তস্রাবের সাথে সংযুক্ত হোক বা মাঝখানে হোক বা শেষে হোক, যখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে বাদামী ও হলুদাভ স্রাব চলমান থাকুক; সবই ঋতুস্রাব। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ আলমিরে মাযহাব। এমনকি এই মরম্বে ইজমা (ঐকমত্য)ও বর্ণিত হয়েছে।

তনি:

সর্বস্তরে ফকীহদের মতে স্থানটি শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পবিত্রতা বাস্তবায়িত হয়, তবে ইমাম মালিকি রহমিহুল্লাহ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা ছাড়া। তার মতে, যে মহিলা সাদা স্রাব দেখে সে শুষ্কতা দ্বারা পবিত্র হব না।

শাইখ আবু উমার আদ-দুবাইযান ‘মাওসুআতুত তাহরাহ’ (৭/৩৭)-তে বলেছেন:

‘চতুর্থ আলোচনা: ঋতুবতী মহিলার পবিত্রতার আলামত:

একটি মত হলো: ঋতুস্রাব বন্ধ হলেই পবিত্রতা হাসলি হবে নঃশর্তভাবে; চাই এর পরে সাদাস্রাব বের হোক বা না হোক। এটি হানাফী, শাফঈ ও হাম্বলীদের মাযহাব।

আরকেটি মত হলো: যে মহিলা সাদাস্রাব দেখে, সে তা না দেখে পর্যন্ত পবিত্র হব না। আর যে মহিলা তা দেখে না তার পবিত্রতা হবে শুষ্কতা দ্বারা। এটি ইমাম মালিকি রহমিহুল্লাহুর ‘আল-মুদাওওয়ানাহ’-তে উল্লিখিত মত।

আরকেটি মত হলো: যার পবিত্রতা সাদাস্রাব দ্বারা হয়, সে শুষ্কতা দেখলে সেও পবিত্র হয়ে গলে। আর যার পবিত্রতা শুষ্কতা দ্বারা হয়, সে সাদাস্রাব দেখলে পবিত্র হব না; যতক্ষণ না শুষ্কতা দেখে।

আরকেটি মত হলো: পবিত্রতার দুটি আলামত রয়েছে: শুষ্কতা ও সাদাস্রাব। মহিলা এদুটোর কোনোটো একটি দেখেই তার পবিত্র হওয়ার আলামত। চাই সে মহিলা সাধারণতঃ সাদা স্রাব দ্বারা পবিত্র হোক বা শুষ্কতা দ্বারা পবিত্র হোক। এ মত দিচ্ছেন ইমাম মালিকিরে সাখীদরে মধ্যে ইবনে হাবীব রাহমিহুল্লাহ।

আরকেটি মত হলো: যখনই সে লাল রক্তের চহ্ন দেখে বা গোশত ধোয়া পানরি মতো বা হলুদাভ স্রাব বা বাদামী স্রাব বা সাদা স্রাব বা সম্পূর্ণ শুষ্কতা দেখে; তখনই সে পবিত্র হয়ে গেছে। এটি ইবনে হাযমের মাযহাব।



এর থেকে বোঝা গলে মতসমূহ নমিনরূপ:

প্রথম: ধর্তব্য হলো: নরিতে শুষ্কতা।

দ্বিতীয়: সাদাস্রাব শুষ্কতার উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, যদি মহিলা তা দেখে।

তৃতীয়: শুষ্কতা সাদাস্রাবের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, যদি মহিলা উভয়টি দেখে।

চতুর্থ: শুষ্কতা ও সাদা স্রাব উভয়টিই পবিত্রতার আলামত।

পঞ্চম: যখনই সো লাল রক্তেরে চহিন দেখে বা গাশত ধোয়া পানরি মতো বা হলুদাভ স্রাব বা বাদামী স্রাব বা সাদা স্রাব বা সম্পূর্ণ শুষ্কতা দেখে; তখনই সো পবিত্র হয়গেছে।’

এরপর তিনি বলছেন:

‘যারা বলছেন যে, মহিলা সাদাস্রাব দেখলে শুষ্কতা ধর্তব্য নয়, তাদের দললি:

ঈসা ইবনে দীনার বলছেন: সাদাস্রাব জরায়ু মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে শুষ্কতার চেয়ে বেশি সুস্পষ্ট।

আর হাফযি ইবনে হাজার বলছেন: ‘তুলার টুকরো কখনো কখনো (ঋতুস্রাবের) মাঝখানে শুকনো অবস্থায় বরে হয়। সুতরাং তা সাদাস্রাবেরে বপিরীতে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার দললি হয় না।’[সমাপ্ত]

শুষ্কতা যে পবিত্রতার আলামত, এ বিষয়ে কোনো মতভদে বর্ণিত হয়নি। তবে ইমাম মালকি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত পূর্বোল্লখিত মতটি ছাড়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।